02 SEP 2016

দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ..... পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

ড. মো. শরিফ উদ্দিন

দৃঢ় হোক প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপ্তিকাল সারা জীবন বলা হলেও এটা সত্য, এর ভিত্তিটা শুরু হয় কচি বয়সেই। আর কচি বয়সের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাই প্রাথমিক শিক্ষা। একটি শিশু জন্মের পর আধো-বুলিতে প্রথম মা-বাবার কাছেই বর্ণমালা শেখে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শেখার পরিধি বাড়তে থাকে। বয়স পাঁচ বা ছয় হলেই তাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। যদিও এখন চার বছর বয়স বা তার চেয়ে কম বয়সেও শিশুদের প্রি-প্রাইমারি, কেজি, প্রি-ক্লাস নানা নামের ক্লাসে পাঠানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এসব ক্লাসে প্রাথমিক পাঠ শেষে তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হচ্ছে।

শিশুদের কচি মন ও মেধায় যা শেখানো হয়, সেটাই তারা সারা জীবন রপ্ত করে রাখে। আবার প্রাথমিক শিক্ষকরা যেটা শিক্ষার্থীদের পড়ান, সেটাই তাদের কাছে সবচেয়ে সত্য। আমার ছোট ছেলে অর্ণব একবার হয়তো ভুলক্রমেই দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে একটা তথ্য ভুলভাবে জেনে এসেছে। এসে আমাকে বলছে, বাবা, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস তো ১৬ ডিসেম্বর। আমি তাকে বললাম, বাবা, এটা হবে ১৪ ডিসেম্বর। সে বলে, বাবা তুমি জানো না। আমার শিক্ষক যেটা বলেছে, সেটাই সত্য। শিক্ষার এমন অবস্থায় একেকজন শিক্ষকের শেখানো পাঠ শিক্ষার্থীদের কাছে ধ্রুব সত্য বলে মনে হয়। ছোট্টবেলায় বুঝে বা না বুঝে যে শিক্ষাটা তারা গ্রহণ করে, কখনো-সখনো চোখ বন্ধ করেই আয়ত্ত করে। সেই মুখস্থ পড়াই সারা জীবন মনে থাকে। আমাদের শিক্ষাজীবনের পোস্ট ডক্টরেট, ডক্টরেট, মাস্টার্স, অনার্স, এইচএসসি, এসএসসি বা নিচের ক্লাসগুলোয় যে পড়া মুখস্থ করেছি, আয়ত্ত করেছি, হৃদয়াঙ্গম করেছি, তার কতটুকুই আমরা এখন বলতে পারব। মানে আওড়াতে পারব। এর চেয়ে যদি প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির পড়ার কথা মনে করি, তাহলে অনায়াসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে কোনো শ্রেণিরই কয়েকটা ছড়া বা কবিতা এখনো হুবহু মুখস্থ বলে দিতে পারব। অথচ সেটা পড়েছিলাম এখন থেকে চার দশক আগে।

কিছুদিন আগে তুলনামূলভাবে ইউরোপের ছোট অর্থনীতির দেশ বুলগেরিয়া যেতে হয়েছিল উচ্চতর গবেষণাকাজে। নিজের উচ্চতর গবেষণার পাশাপাশি সেখানে অনেকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। সেখানে দেখেছি, শিশুদের পড়ার ব্যাপারে কোনো চাপ নেই। বিদ্যালয়ের পরিবেশটা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরাও আন্তরিক। আনন্দময় পরিবেশ। সেখানে শিশুর মনোবিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। খেলার ফাঁকে ফাঁকে শিশুরা পড়া শিখে যাচ্ছে। কীভাবে শিখছে, কিছু ক্ষেত্রে তারা বুঝতেই পারছে না। অথচ প্রয়োজনীয় পড়াটাও আয়ত্ত করছে ঠিকই। শিশুরা উন্মুখ হয়ে থাকে, কখন তারা বিদ্যালয়ে যেতে পারবে। আবার ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার ব্যাপারেও তাদের অনীহা। বিদ্যালয়ের খেলাধুলা, শিক্ষকদের পরম যত্ন ও স্নেহ, বন্ধুদের অবাধ আনন্দের বাঁধ, এগুলো আসলে তাদের পড়ার প্রতিই আকৃষ্ট করে তোলে। সেখানে বারণ নেই। নেই বিধি-নিষেধাজ্ঞার বাড়াবাড়িও। তবে আছে পদ্ধতি। শিক্ষাদানের সে পদ্ধতিতে শিশুরা এমনিতেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা প্রয়োজনীয় পাঠটুকুও আয়ত্ত করে নেয়। পরিবেশের সঙ্গে সেখানে শিক্ষকরাও দক্ষ।

আসলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ তেমনই হওয়া উচিত। কোনো বিতর্ক নেই, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের ভিত গড়ে দেয়। শিক্ষাগ্রহণের সব স্তরের মধ্যে এ স্তরটিই গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তরে অর্জিত জ্ঞানের ওপরই নির্ধারিত হয় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ। পরবর্তী জীবনে আজকের শিক্ষার্থী কী হবে, শিক্ষকতা করবে, ডাক্তারি পড়বে, প্রকৌশলী হবে নাকি কারিগরি বিদ্যা লাভ করবে– তা মূলত নির্ভর করে এই প্রাথমিক কাঠামোর ওপরই। যার ভিত্তি যত মজবুত হবে, সে পরবর্তী সময়ে তত ভালো করবে। এ কারণে অন্যান্য উন্নত দেশের মতো আমাদেরও প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হয়েছে। মানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে হলে শিক্ষার্থীকে আরও তিন বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাটাতে হবে। এ সিদ্ধান্ত আমাদের দেশীয় প্রেক্ষিতে কতটুকু যুক্তিযুক্ত। অবকাঠামোগত অবস্থায় এ ব্যবস্থা কি আমরা গ্রহণ করতে পারব?

প্রথমত, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষে একটি বড়সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে যায়। গত বছরের শেষ দিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সংসদে বলেছিলেন, প্রাথমিকে ঝড়ে পড়ার হার ২১ শতাংশ। অর্থাৎ শুধু সরকারি হিসাবেই প্রতি ১০০ জনে ২১ জন ঝরে পড়ে, বেসরকারি হিসাবে এ সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আমাদের ধারণা। যাহোক, মন্ত্রীর হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৯৫ লাখ ৫২ হাজার ৯৭৯ আর ভর্তির হার ৯৭ দশমিক ৭ শতাংশ, অন্যদিকে ঝড়ে পড়ার হার প্রায় ২১। এ অবস্থায় আরও তিন বছর প্রাথমিক শিক্ষা বর্ধিত করলে এ শিক্ষার্থীরা ক্লাসে থাকবে তো? এমনিতেই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল বেশ সুবিধাজনক, তা বলতে পারি না। এখনো শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারিনি। গ্রামসহ মফস্বল এলাকায় এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। আবার তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণিতেই ঝড়ে পড়ে, এমন সংখ্যাও কম নয়। পড়া নয়, উপবৃত্তিসহ সুযোগ-সুবিধার জন্য বিদ্যালয়ে যায় আরেকটি শ্রেণি। সুবিধা গ্রহণ শেষ হলে ওমুখো আর নয়। এটা চলমান বাস্তবতা।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা নির্ধারণ করা হয়েছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। আর এ শিক্ষা কার্যক্রম দেখভাল করবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সার্বিক বিষয় অর্থাৎ পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষাসূচি, একাডেমিক স্বীকৃতি, বিদ্যালয়ে নতুন ক্লাস অনুমোদনের ব্যাপারগুলো এ মন্ত্রণালয়ের অধীনেই থাকবে। যদিও বিষয়টি ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতেই নির্ধারণ করা হয়েছিল।

শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনা মোতাবেক, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পর্যায়ক্রমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের জন্য ২০১৩ সালে ৪৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয়। ওই সব বিদ্যালয়কে বর্তমানে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে আরও ১৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। আর এ লক্ষ্যে ষষ্ঠ শ্রেণি চালুকৃত বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ষষ্ঠ শ্রেণি চালুকৃত বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক নিয়োগ না করা পর্যন্ত দুজন বিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক সংযুক্তি বা পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ষষ্ঠ শ্রেণি চালুকৃত বিদ্যালয়গুলোয় জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

তবে এসব প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। বিদ্যমান অবকাঠামোতেই আরও তিনটি শ্রেণির পাঠ্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ ছিল। পরীক্ষামূলকভাবে চালু

হওয়া এ তিনটি শ্রেণির জন্য নতুন করে কোনো ভবন নির্মাণ করা হয়নি। শিক্ষকও নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আবার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মানও অপ্রতুল ছিল। এ ছাড়া এসব বিদ্যালয় থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। যেহেতু বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন। আর জেএসসি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষা বোর্ড। এতে ওই বিদ্যালয়গুলোকে পদ্ধতিগত ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছাড়াই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু করলে এ ধরনের সমস্যা বাড়বে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন মাত্র দুজন, একজনকেই বাংলা, গণিত, ইংরেজিসহ অনেক বিষয় পড়াতে হয়। তারচেয়ে ভয়াবহ খবর হলো, ৯ হাজার বিদ্যালয় পরিত্যক্ত এবং ১ হাজার ২৫টি বিদ্যালয়ে নেই প্রধান শিক্ষক। এক কথায়, অভিভাবকহীনভাবে চলছে এসব বিদ্যালয়। এই যখন আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল, তখন যে কোনো নতুন পদ্ধতি কিংবা কাঠামোর কথা শুনলে ভীত না হয়ে উপায় থাকে না।

তবে গৃহীত শিক্ষানীতির আলোকে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়নের কথা ছিল। গৃহীত পরিকল্পনার আলোকে খুব কম কাজই বাস্তবায়ন হয়েছে। অথচ মাঝে পার হয়েছে ছয় বছর। এরই মধ্যে ২০১৮ সাল থেকে এ শিক্ষা বাস্তবায়নের ঘোষণা এলো। তবে কেবল ঘোষণাই নয়, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা বা রূপরেখাও তৈরি করতে হবে। শিক্ষানীতির নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিটি বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যমতে, দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছেনি। তাদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অভাব। নেই খেলার মাঠ। রয়েছে শ্রেণিকক্ষ সংকট। আবার কোথাও শ্রেণিকক্ষ থাকলেও সেখানে লেখার বোর্ড ভাঙা। চক থাকে না। শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চ নেই। শিক্ষকের চেয়ারের পা ভাঙা। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে,

-তেহরান ফ্লাইট

কে তেহরানে সরাসরি ফ্লাইট। ব্রিটিশ
ইরানের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি
যেখানে স্থানী:মধ্যে সরাসরি যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক
ব্যবহার করেরু হবে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে
সেখানে নতুন উঠে যাওয়ার ধারাবাহিকতায় ওই
প্রয়োজনীয় ও। ২০১৫ সালে ইরানের রাজধানী
শিক্ষক সংকটে এয়ারওয়েজ জানায়, সপ্তাহে ছয়
পাঠ্যক্রম কতলনা করা হবে। ওই উদ্যোগের অংশ
হয়তো নতুন ৭৭ মডেলের একটি উড়োজাহাজ
বাস্তবতা হলো এয়ারওয়েজ ১৯৪৬ সালে প্রথম
এ ক্ষেত্রে শিক্ষ২০১২ সালে তা বন্ধ করে দেয়। ওই
বর্তমান পদ্ধতিউড়োজাহাজ চলাচল করত। ২০১১
মফস্বল এলাকাএক বছর পর ইরানের সঙ্গে ব্রিটিশ
জোগাতে ছোটল। খবর বিবিসির।
শিক্ষায় অষ্টম
আসেনি। আবা
প্রকার নিয়ম চা
বিনা বেতনেই
করে বইয়ের খ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে
বিদ্যালয় রয়েছে
পরিচালিত হবে
এ ছাড়া সারা
অষ্টম শ্রেণি পর্
প্রাথমিক বিদ্যা
থাকবে? আবার
নবম ও দশম
যদি বর্ধিত কর
হবে। কী হবে
কর্মপ্রতিষ্ঠান
শিক্ষকদের প্র
প্রশিক্ষকরা কী
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
শ্রেণির? নাকি
বর্তমান কাঠামে
পড়ছে। তবে
নেওয়া হয়নি।
প্রতিষ্ঠানে দুরব
সংশোধন, বিদ
বাংলাদেশের স্ব
হয়নি। একটি
আত্মনির্ভরশীল
উচিত। এ দুটি
সমস্যা রেখে,
বর্ধিতকরণের
শতাধিক পাসে
তুলতে ব্যর্থ হ
কতটুকু যুক্তিযু
তবে রাজনীতি
সংযোজন, নতু
সরকারসহ সর্
ঠিকমতো বাস্তব
এটাই আমাদের
ভালো নীতি ও
শিক্ষার মানের
স্তরের সবাইকে
ও চারিত্রিক বৈ
জনশক্তিকে দক্ষ
জাতিকে ধ্বংসের

লেখক : অধ্যাপ

ন প্রেসিডে
ও বলিভিয়ার সে

থেকে তাদের
চূড়ান্তভাবে ভেনিজুয়েলার নে

মাইকেল তেমার

বিরু
জানি
অন্তর্ভু
দেশ
প্যার
নেয়া
বিশ্ব
প্রতি
অবৈ

সিনেটরের মধ্যে
ব্রাসিলিয়া দোষী সাব্যস্ত কে

র শতভাগ খরচ
হবে : ট্রাম্প

লের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প জোর
খরচ মেক্সিকোকেই দিতে হবে।
উৎফুল্ল সমর্থকদের উদ্দেশে
বক্তৃতায় এ কথা বলেন। তিনি
অঙ্গীকার করেন এবং একই সঙ্গে
অভিবাসীকে বের করে দেয়ার
ন।
ঘণ্টা আগে ট্রাম্প মেক্সিকোর
া নিয়েটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
নির্মাণের খরচ নিয়ে কথা হয়নি
নরিক পেনা নিয়েটো জোর দিয়ে
লেছেন মেক্সিকো দেয়াল নির্মাণের
কোটি ১০ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে
তিনি সেখান থেকে পিছু হঠবেন
দ্বান্দ্বিক অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি
কোনো মুখ্য বিষয় নয়।